কুষ্টিয়া কোর্টস্টেশনে ট্রেনে দুই যাত্রীকে ছুরিকাঘাত

কুষ্টিয়ার কোর্টস্টেশনে ঢাকা থেকে খুলনাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনে দুই যাত্রীকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ উঠেছে ট্রেনের এক কর্মচারীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ স্বজন ও স্থানীয়রা প্রায় দেড় ঘণ্টা ট্রেন আটকে রেখে বিক্ষোভ করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ট্রেনের লোকোমাস্টার ও ট্রাভেলিং টিকিট পরীক্ষক (টিটিই) ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন বলে জানা গেছে।

শনিবার (২৫ জুলাই) দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটের দিকে কুষ্টিয়া কোর্ট রেলস্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার বাসিন্দা শফিউল্লাহ ও আব্দুর রহিম। আহত দুজনকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. ইকবাল হাসান জানান, আহতদের শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে তারা বর্তমানে শঙ্কামুক্ত আছেন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও সহযাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেসের ‘খ’ বগিতে ওঠাকে কেন্দ্র করে ট্রেনের এক গার্ডের সঙ্গে দুই যাত্রীর বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে তা তীব্র আকার ধারণ করলে ওই কর্মচারী ধারালো অস্ত্র (ছুরি)দিয়ে দুই যাত্রীর ওপর হামলা চালিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।

ঘটনার পর ট্রেনের ভেতরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সহযাত্রী ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠান। এদিকে ছুরিকাঘাতের খবর ছড়িয়ে পড়লে আহতদের স্বজন ও স্থানীয়রা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা ট্রেনটি কোর্ট স্টেশনে আটকে রেখে বিক্ষোভ শুরু করেন। এতে সুন্দরবন এক্সপ্রেস প্রায় দেড় ঘণ্টা স্টেশনে আটকে থাকে এবং নারী, শিশু ও বয়স্ক যাত্রীসহ হাজারো যাত্রী দুর্ভোগে পড়েন।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ট্রেনের লোকোমাস্টার ও টিটিই সেখান

থেকে সরে যান বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হারুন অর রশিদ এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) প্রণব কুমার সরকার। প্রশাসনের কর্মকর্তারা স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

সালমান নামের খুলনার এক যাত্রী বলেন, রেলপথে যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা আর না ঘটে।

কুষ্টিয়া কোর্ট রেলস্টেশনের ইনচার্জ ইতি খাতুন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “অফিসে থাকা অবস্থায় হট্টগোলের শব্দ শুনে বাইরে এসে জানতে পারি, ট্রেনের এক কর্মচারীর হামলায় দুই যাত্রী আহত হয়েছেন। পরে তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।”

ইউএনও হারুন অর রশিদ বলেন, “প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে সুন্দরবন এক্সপ্রেস খুলনার উদ্দেশে ছেড়ে যায়। আহতরা থানায় লিখিত অভিযোগ দিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

এ ঘটনায় ট্রেনযাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ ও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। যাত্রীরা ট্রেনে নিরাপত্তা জোরদার, দায়ীদের দ্রুত শনাক্ত এবং ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহে আদালত চত্বরে ছুরিকাঘাতে আহত মঞ্জুরের মৃত্যু

ঝিনাইদহ পৌর এলাকায় মাত্র ২০ টাকা ধার পরিশোধ নিয়ে ঝগড়ার জেরে ছুরিকাঘাতে আহত মোঃ মঞ্জুর বিশ্বাস (৩৮) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। মঞ্জুর বিশ্বাস ঝিনাইদহ পৌরসভার লক্ষ্মীকোল গ্রামের মৃত ইয়াকুব বিশ্বাসের ছেলে।

এদিকে এই মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে মঞ্জুরের স্বজনেরা অভিযুক্ত ছুরিকাঘাতকারী শাহ আলমের বাড়িতে সামান্য ভাঙচুর, লুটপাট ও বিচালীর গাদায় অগ্নিসংযোগ করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গতকাল দুপুর থেকে শাহ আলমের বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। শাহ আলম ঝিনাইদহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পাড়ার বাসিন্দা।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, শাহ আলমের ছোট ভাই আবিরের কাছ থেকে ২০ টাকা ধার নেন নিহত মঞ্জুরের ছেলে রিফাত। সেই টাকা পরিশোধ না করায় গত ১১ আগস্ট রিফাতের বাইসাইকেল কেড়ে নেন আবির। এ ঘটনা মীমাংসার জন্য গত ১৩ আগস্ট আদালত চত্বরে একটি চায়ের দোকানের সামনে শাহ আলমকে ডেকে আনেন মঞ্জুর ও তাঁর পক্ষের লোকজন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এ সময় কয়েকজন মিলে শাহ আলমকে মারধর করেন। তখন শাহ আলম তাদের হাত থেকে ছুটে গিয়ে ফিরে এসে পকেট থেকে গিয়ার (ছুরি) বের করে মঞ্জুরের পিঠে আঘাত করে পালিয়ে যান।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সাব ইন্সপেক্টর রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘এই মামলায় গত ১৯ আগস্ট তিন আসামিই আত্মসমর্পণ করেন। বিজ্ঞ আদালত শাহ আলমকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং বাকি আসামিদের জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন।’

শাহ আলমের স্ত্রী রিপা খাতুন বলেন, ‘১৩ তারিখে কোর্টের মধ্যে মঞ্জুররা আমার স্বামীকে মারধর করে। এ সময় আমার স্বামী শাহ আলম ছুরিকাঘাত করে। এই বিষয়ে মামলা হলে আমরা পরিবারের লোকজন আমার স্বামীকে বুঝিয়ে কোর্টে সারেন্ডার করায়। আজ দুপুর বেলা মঞ্জুর হাসপাতালে মারা যাওয়ার পরে মঞ্জুরের পরিবারের লোকজন এসে আমাদের বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।’

এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা গেছে যে এই শাহ আলমের পরিবার দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী প্রকৃতির। শহরের বিভিন্ন প্রকার চুরি ডাকাতি ছিনতাই কাজের সাথে তার পরিবার জড়িত। শাহ আলমের বাবা আলী কদর একজন ডাকাত ছিল জানা যায় এবং সে অনেক অপকর্ম এখনো করে বেড়ায়। শাহ

আলম, আলী কদর এরা মিলে চোর ছিনতাই এবং ডাকাতির বড় সেন্টিগেট গড়ে তুলেছে। ঝিনাইদহ শহর ও আশেপাশের বিভিন্ন চূরি ছিনতাই কর্মের মালামাল এই শাহ আলমদের বাড়িতেই থাকে এবং এখানেই ভাগাভাগি হয় বলে অনেকেই জানিয়েছে। এর আগেও শাহ আলমের বাবা ব্যাপারীপাড়ার একজনের রাস্তার উপর ছুরি দিয়ে মেরেছিল। বিভিন্ন জায়গা থেকে গরু চুরি করে সেই গরু হাটে উঠিয়ে নকল হাসিল তৈরি করে অন্যত্র গরু বিক্রয়ের ঘটনা শাহা আলমের রয়েছে। এই এলাকার লোক এদের ভয়ে সামনে কেউ কথা বলতে সাহস পায় না।

৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের পরে প্রায় ৫০ জনের কাছ থেকে এই শাহ আলম জোর করে চাঁদা আদায় করেছে। এরকম অপকর্ম করার কারণে তার নামে পূর্বে যে মামলা হয়েছিল সেই মামলা কে রাজনৈতিক মামলা হিসেবে চালিয়েছে। এলাকাবাসী জানায় এদের পুরো পরিবারই সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি সহ বিভিন্ন প্রকার অপকর্মের সাথে জড়িত। ৫আগস্ট রাতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সামনে থেকে একটি কম্পিউটারের দোকান লুটপাট করে এই শাহ আলমের নেতৃত্বে। বর্তমানে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এই শাহ আলমের পরিবার। এর পিছনে রয়েছে ঝিনাইদহের বর্তমানের বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা। যেটা অনুসন্ধান করলে বেরিয়ে আসবে। কার ছত্রছোয়ায় শাহ আলমরা এই অপকর্ম দিনের পর দিন চালিয়ে যাচ্ছে? শাহ আলমের ভাই ইমরান বিএনপির একজন নেতা বলে জানা গেছে। শাহ আলমের পরিবারের ভয়ে ঝিনাইদহ কোট পাড়ার অনেকে এখনো বাড়ি ছাড়া।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঞ্জুরের মত্যু হয়েছে। প্রধান আসামি শাহ আলম সারেন্ডার করে কারাগারে রয়েছে। দুপুরে মঞ্জুরের বিক্ষুব্ধ স্বজনেরা শাহ আলমের বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তখন থেকেই সেখানে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।’

মেহেরপুরের আলোচিত ছুরিকাঘাত

মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের আলোচিত ছুরিকাঘাত মামলার প্রধান আসামি মিয়ারুল ইসলামকে (২৪) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, গত ২৩ জুলাই রাত আনুমানিক ১১টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের প্রধান গেটসংলগ্ন সড়কে পারিবারিক পূর্ব শত্রুতার জেরে মিয়ারুল ইসলাম ভিকটিম হাসিবুর রহমান সাগরকে লক্ষ্য করে গলায়, বুকে ও হাতে ধারালো ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে। এতে ভিকটিম রক্তাক্ত জখম হয়ে গুরুতর আহত হন।

ঘটনার তিন দিন পর, গত ২৬ জুলাই সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

মামলার প্রেক্ষিতে ২৭ জুলাই মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ প্রধান আসামি মিয়ারুল ইসলামকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করে।

এ বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে তদন্ত করে দ্রুতই অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহে প্রকাশ্য দিবালোকে ছুরিকাঘাতে স্যানেটারী মিস্ত্রীকে খুন

ঝিনাইদহে শহরের ব্যাপারী পাড়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে ছুরিকাঘাত করে স্যানেটারী মিস্ত্রীকে জীবন ওরফে মন্টুকে (২২) খুন করেছে মাদক কারবারীরা।

গতকল শুক্রবার বিকালে ব্যাপারী পাড়ার শাপলা চত্তরের পাশের একটি দোকানের সামনে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। নিহত স্যানেটারী

মিস্ত্রী জীবন ঝিনাইদহ শহরের কালীকাপুর মোল্লাপাড়া নগদ স্টোর এলাকার রজব আলীর ছেলে।

জীবনের ভাই ও আত্বীয়রা জানান, জীবন স্যানেটারী মিস্ত্রী ও রং এর কাজ করেতো। শুক্রবার ছুটি থাকায় বাড়ীতে ছিলো। শিমুল বিকালে মোবাইলে জীবনকে ডেকে নিয়ে যায় শিমুলের বাসায়।

এরপর সন্ধ্যায় জানাতে পারে শিমুলকে হত্যা করা হয়েছে। এরপর হাসপাতালে এসে দেখতে পায় তার ভাইয়ের লাশ পড়ে আছে। তারা আরো জানায় জীবনের পরিবার দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যাপারী পাড়ায় ভাড়া থাকতো। প্রত্যক্ষদর্শী ও এলাকাবাসী জানান, ব্যাপারী পাড়ার জিয়া মোল্লার ছেলে ‘নষ্ট শিমুল’, বাহার আলীর ছেলে সাইফুল ও সাজ্জাদের ছেলে অলিউল দলবল নিয়ে জীবনের ওপর হামলা চালায়। তারা ধারালো ছুরি দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে অভিযুক্তদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

গাংনীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আহত ১, ছিনতাইকারীকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে খায়রুল ইসলাম (৪০) নামে একজন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

আহত খায়রুল ইসলাম তেরাইল গ্রামের মৃত বিচার উদ্দীনের ছেলে। স্থানীয়রা তাকে দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে খায়রুল ইসলামের ওপর ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে হামলা চালান সানোয়ার হোসেন (৩৫) সহ কয়েকজন ছিনতাইকারী। এসময় ছুরি দিয়ে আঘাত করার পর খায়রুলের চিৎকারে এলাকাবাসী ছুটে এসে সানোয়ারকে আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। সানোয়ার হোসেন বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার কড়ুইবাড়িয়া গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাণী ইসরাইল জানান, খবর পেয়ে বামুন্দি ক্যাম্প পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে সানোয়ার হোসেনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান।

মেহেরপুরে চালককে ছুরিকাঘাত করে ইজিবাইক ছিনতাই

মেহেরপুর সদর উপজেলার আলমপুর এলাকায় ছিনতাইকারীদের হামলায় মোঃ শিপন নামের এক ইজিবাইক চালক গুরুতর আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে। আহত শিপন আলী শহরের নতুন পাড়ার বাসিন্দা মোঃ আবুল হাশেমের ছেলে।

জানা যায়, ভোরে মেহেরপুর বি এম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে চারজন ব্যক্তি যাত্রী সেজে গাংনী যাওয়ার কথা বলে ২৫০ টাকার ভাড়ায় একটি ইজিবাইক ভাড়া নেন। ইজিবাইকটি আলমপুর ধোসার পাড়ার মাঝামাঝি পৌঁছালে হঠাৎ তারা চালক শিপনের উপর হামলা চালিয়ে তাকে ছুরিকাঘাত করে। এরপর রাস্তার পাশে তাকে ফেলে দিয়ে ইজিবাইকটি নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

পরে ফজরের নামাজ শেষে স্থানীয় কয়েকজন মুসল্লি বাড়ি ফেরার পথে রক্তাক্ত অবস্থায় শিপনকে দেখতে পেয়ে দ্রুত তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে ঘন্টাব্যাপি গণডাকাতি, ছুরিকাঘাতে চালক গুরুতর আহত

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলার আকুবপুর নামক স্থানে গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এসময় ডাকাতদের ছুরিকাঘাতে একজন চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। মারপিট করা হয়েছে চালকের সহকারিকেও।

আজ শুক্রবার (৪ অক্টোবর) রাত ৩ টার দিকে গাংনী উপজেলার আকুবপুর নামক স্থানে ঘন্টাব্যাপি এই গণডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

ডাকাতরা গাড়ির গতিরোধ করে একটি দুরপাল্লার নৈশকোচসহ, এ্যাম্বুলেন্স, মাইক্রোবাস, আলগামন, নছিমনসহ অন্তত ৬/৭ টি ছোট বড় যানবাহন থেকে ডাকাতি করে নিয়ে যায়।

শ্যামলী পরিবহনের যাত্রী মেহেরপুর শহরের আব্দুল আলীম ও নছিমন চালক সরাফত আলী বলেন, ২০/২৫ জনের একটি সশস্ত্র ডাকাত দল রাস্তায় বেরিকেড দিয়ে কয়েকটি আলগামন ও মাইক্রোবাস আটকিয়ে ডাকাতি শুরু করে। পরে শ্যামলী পরিবহনের বাসসহ অন্যান্য যানবাহনগুলি আটকিয়ে ডাকাতি শুরু করে। শ্যামলী পরিবহনের ভিতরে ডাকাতদের প্রবেশে বাধা দিলে তারা জোর করে উঠে প্রথমে চালকের মুখের উপর ছুরিকাঘাত করে। চালক মুস্তাফিজুর রহমান স্বপন মারাত্বক আহত হন। পরে চালকের সহকারি বাচাতে এলে তাকেও বেদম প্রহার করে ডাকাতরা। এসময় পরিবহণের যাত্রীসহ অন্যান্য যানবাহনের লোকজনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতি শুরু করে। অন্তত ৩০/৪০ জনের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা, মোবাইল ফোনসহ অন্যান্য জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। পরে শ্যামলী পরিবহনের চালক মোস্তাফিজুর রহমান স্বপনকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

চালক স্বপনের ভাই হাফিজুল ইসলাম বলেন, স্বপনের মুখ ও নাক বরাবর

ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা খারাপ। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম এঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছায়। আসামিদের আটক করতে পুলিশ ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছেন।